আমার শহর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৭ এপ্রিল ২০১৮ তেরো

এই ওয়ার্ডেই শতবর্ষ প্রাচীন স্কুল

এক নজরে ৮ নম্বর ওয়ার্ড

কাউন্সিলার ঃ অর্চনা ওঝা (তৃণমূল কংগ্রেস)

ভোটার সংখ্যা ঃ আট হাজার

ওয়ার্ডের এলাকা ঃ এন এন রোড, নতুনপল্লি, থানা চৌপথি হয়ে রূপনারায়ণ রোডের ডানপাশ, ভবানীগঞ্জ বাজার, পাওয়ার হাউস মোড়।

বদলাচ্ছে সময়, বদলাচ্ছে শহর। কেমন আছে কোচবিহার শহরের ওয়ার্ডগুলি? ঘরে ঘরে পৌঁছে খোঁজ নিল

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

কোচবিহার, ১৬ এপ্রিল ঃ কোচবিহার শহরে মন্ত্রীর ওয়ার্ড বলেই পরিচিতি রয়েছে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের। কারণ এই ওয়ার্ডের নতুনপল্লিতে বাড়ি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষের। ৮ নম্বর ওয়ার্ডটি শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলকেন্দ্র। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই ওয়ার্ডে প্রতিদিন বহু মানুষের যাতায়াত লেগে থাকে। আর্মি ব্যারাকের বিপরীত দিক থেকে এন এন রোড, রাজবাড়ি গেটের বিপরীত থেকে কেশব রোডের ডানপাশ, রূপনারায়ণ রোড ও থানা চৌপথি পর্যন্ত এই ওয়ার্ডের বিস্তৃতি। এই ওয়ার্ডেই রয়েছে কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী ভবানীগঞ্জ বাজার ও এন এন পার্ক। ওয়ার্ডে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে একটি মাদ্রাসা ও সদর নগরী প্রাইমারি স্কুল। জানা গিয়েছে, স্কুলটি ১০৮ বছর আগে তৈরি হয়েছিল। সত্যনারায়ণ ওঝা নামে এক ব্যক্তি স্কুলটি তৈরি করেছিলেন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বাজারের ভেতরে দুটি মন্দির ও ভবানীগঞ্জ বাজার লাগোয়া পাওয়ার হাউসের সামনে পুরাতন মসজিদ।

ভবানীগঞ্জ বাজার থেকেই কোচবিহারের সিংহভাগ মানুষ বাজারহাট করেন। কয়েক বছর আগে বাজারের ভবনটির অনেকটা অংশ আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানেও ভবনের দশা খুবই বেহাল। ভবানীগঞ্জ বাজারের এক বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বিক্রেতা বলেন, 'যদি ফের বিপর্যয় ঘটে, আমাদের বাঁচার আশা থাকবে না।' এন এন পার্কটি ১৩.৬১ একর জমির ওপর অবস্থিত। পার্কে আছে নাগালিঙ্গম, বেঁটে দেবদারু, ব্রায়োনিয়া প্রভৃতি গাছ। প্রতিদিন প্রচুর মানুষ পার্কে প্রাতর্ভ্রমণের জন্য আসেন। পার্কের সৌন্দর্য আকৃষ্ট করে শহরে আসা পর্যটকদেরও।

সিলভার জুবিলি রোড, বি এস রোড, রূপনারায়ণ রোডের পাশে অবস্থিত ৮ নম্বর ওয়ার্ডটিতে কয়েক হাজার দোকান রয়েছে। প্রতিদিন ওয়ার্ডে ১০ হাজার ক্রেতার আনাগোনা হয়। প্রচুর মানুষের আসা-যাওয়ার কারণে যানজট ওয়ার্ডের একটি বড়ো সমস্যা। কয়েক মাস আগে রূপনারায়ণ রোড দিয়ে টোটো চলাচলের জন্য সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওয়ার্ডবাসীর অভিযোগ, এখন আর সেই নিয়ম মানা হচ্ছে না। ফলে যানজট রোজনামচা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যানজটের পাশাপাশি জলের সমস্যাও ৮ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে। ওয়ার্ডে নানা জায়গায় জলের পাইপ বসলেও এখনও পরিসেবা স্বাভাবিক হয়নি।

ওয়ার্ডের কিছু সবজি ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ওয়ার্ডে প্রচুর দোকানপাট প্রায় গায়ে গায়ে লেগে থাকায় আগুন লাগলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁরা আরও জানালেন, ডালপট্টি লাগোয়া হনুমান মন্দিরের সামনের রাস্তাটি দ্রুত সংস্কার করা দরকার। কারণ সামান্য বৃষ্টি হলেই সেখানে হাঁটুজল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। পাওয়ার হাউস লাগোয়া এলাকার মাংস বিক্রেতারা জানান, সেখানে মাছবাজারের পরিত্যক্ত বাক্স, ফলের কার্টন, পচে যাওয়া সবজি প্রভৃতি পড়ে থাকে। ফলে দুর্গন্ধে এলাকায় টেকা দায় হয়ে পড়ে। কিশনলাল তেওয়ারি নামে এক ব্যবসায়ী অভিযোগ করেন, 'আবর্জনা ঠিকঠাক পরিষ্কার হয় না। ফলে আমরা সমস্যায় পড়েছি।'

৮ নম্বর ওয়ার্ডটি বেশ ঘনজনবসতিপূর্ণ। ওয়ার্ডের ভোটার সংখ্যা ৮০০০। কাউন্সিলারের নাম অর্চনা ওঝা। ২০১০ সাল থেকে অর্চনাদেবী কাউন্সিলারের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। তাঁর আগে ২০০৫ সালে কাউন্সিলার হয়েছিলেন কংগ্রেসের মতিলাল জৈন। অর্চনাদেবী কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে এসেছেন। ওয়ার্ডে জলের সমস্যা মেটাতে তিনি তৎপর হয়েছেন। অর্চনাদেবী বলেন, 'গত ফেব্রুয়ারি মাসে জলের পাইপলাইনের জন্য আন্দোলন করেছি। পাইপ বসানো হয়েছে। তবে এখনও পর্যাপ্ত পরিসেবা মিলছে না।' ওয়ার্ডে জমে থাকা আবর্জনার বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমার ওয়ার্ডের প্রতি পুরসভাকে একটু বেশি নজর দিতে হবে। আগামীতে ওয়ার্ডে যে সমস্ত স্থানে আলোর ব্যবস্থা নেই, সেখানে পথবাতি বসানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ভবানীগঞ্জ বাজারের ভবনটি সংস্কারের পরিকল্পনা রয়েছে। বিষয়টি পুরসভাকে জানিয়েছি।'

মাথাভাঙ্গায় মাঠ ব্যবহার করে চলছে মিলার মেশিন

মাথাভাঙ্গা, ১৬ এপ্রিল ঃ মাথাভাঙ্গা শহরের চৌপথি সংলগ্ন এলাকায় বেআইনিভাবে খোদ এসিএমওএইচ অফিসের মাঠ ব্যবহার করার অভিযোগ উঠল পুরসভা ও রাস্তা তৈরির ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে। অভিযোগ, এসিএমওএইচ অফিসের মাঠে মিলার মেশিন চালিয়ে রাস্তা নির্মাণের উপকরণ তৈরি হচ্ছে। এ ব্যাপারে অনুমতি দেওয়ায় প্রশ্ন উঠছে এসিএমওএইচ-এর ভূমিকা নিয়েও। মিলার মেশিন থেকে বেরোনো ধোঁয়ায় এলাকার পরিবেশও দূষিত হচ্ছে।

গত দু-সপ্তাহ ধরে এইভাবে এসিএমওএইচ অফিসের মাঠে মিলার মেশিন বসিয়ে কাজ চললেও তার বিরুদ্ধে এসিএমওএইচ কোনো ব্যবস্থা নেননি বলে অভিযোগ। যদিও মাথাভাঙ্গার এসিএমওএইচ ডাঃ অনিন্দিতা দাস জানান, মাথাভাঙ্গা পুরসভার পুরপ্রধান লক্ষপতি প্রামাণিক পুরসভার উন্নয়নের স্বার্থে মৌখিকভাবে কয়েকদিনের জন্য মাঠটি ব্যবহারের আবেদন করেছিলেন। সেজন্য তিনি অনুমতি দেন বলে এসিএমওএইচ জানিয়েছেন। তবে এতদিন ধরে যেভাবে মাঠটি ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে রীতিমতো অসন্তুষ্ট ডাঃ দাস। তিনি বলেন, 'আমাকেও বিটুমিনের ড্রাম, পাথরের স্তূপ এড়িয়ে গাড়ি নিয়ে নিজের অফিসে ঢুকতে হচ্ছে। এটা চলতে পারে না। এছাড়া মিলার মেশিন থেকে যেভাবে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে সেটাও মেনে নেওয়া যায় না।' এসিএমওএইচ বলেন, 'পুরসভার রাস্তা তৈরির দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার কোথায় তাঁদের মেশিন বসাবেন সেটা তাঁদের বিষয়।' তিনি জানান, মাঠ থেকে নির্মাণ সামগ্রী দ্রুত সরানোর জন্য তিনি পুরপ্রধানকে জানিয়েছেন। না সরালে বিষয়টি নিয়ে পুরসভাকে চিঠি দেওয়ার পাশাপাশি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনবেন।

শহরের প্রাণকেন্দ্রে নিয়মিত মিলার মেশিন চালিয়ে এইভাবে পরিবেশ দূষণ করায় ক্ষুব্ধ এলাকার ব্যবসায়ীরাও। মাঠ সংলগ্ন এলাকার ব্যবসায়ী মৃণাল পাল, প্রশান্ত সরকার, অপু নন্দীরা জানান, মিলার মেশিন থেকে বেরোনো ধোঁয়া ও ধুলোয় খুব অসুবিধা হচ্ছে। কেন মাঠটি ব্যবহারের জন্য অনুমতি দেওয়া হল সে ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক বলেন, 'শহরের উন্নয়নের জন্যই এসিএমওএইচের কাছ থেকে থেকে মৌখিকভাবে কয়েকদিনের জন্য মাঠটি ব্যবহারের অনুমতি নেওয়া হয়েছে।' খুব শীঘ্রই সেখান থেকে নির্মাণ সামগ্রী সরানোর জন্য ঠিকাদারদের নির্দেশ দেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

এর আগেও মাথাভাঙ্গা শহরে দূষণের অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। শহরের রাস্তায় যেখানে-সেখানে প্লাস্টিক পুড়িয়ে পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি বেআইনি জবরদখলে শহরবাসীরা এমনিতেই জেরবার। আর এই সমস্ত ব্যাপারে পুরসভার গাফিলতি দেখা গিয়েছে। শহরের প্রাণকেন্দ্রে এইভাবে দীর্ঘদিন ধরে মিলার মেশিন চালানোর ফলে আশপাশের বাসিন্দা, ব্যবসায়ী, পথচলতি মানুষ এবং এসিএমওএইচ অফিসের কর্মীরা প্রত্যেকেই দূষণের শিকার হচ্ছেন।

যদিও রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদাররা কোথায় তাঁদের মিলার মেশিন বসিয়ে কাজ করবেন সেটা তাঁদের ভাবার কথা। তাই এক্ষেত্রে পুরপ্রধান কেন উদ্যোগী হয়ে এসিএমওএইচের কাছে মৌখিক অনুমতি চাইতে গেলেন আর কেনই বা এসিএমওএইচ পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক এরকম একটি বিষয়ে অনুমতি দিলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তবে দ্রুত এসিএমওএইচ অফিসের মাঠ থেকে নির্মাণ সামগ্রী ও মিলার মেশিন সরিয়ে নেওয়া হয় কিনা সেদিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছেন মাথাভাঙ্গা শহরের চৌপথি এলাকার ব্যবসায়ীরা।

এসিএমওএইচ অফিসের মাঠে মিলার মেশিন চালিয়ে রাস্তা নির্মাণের উপকরণ তৈরি হচ্ছে।

শহর একনজরে

জমির মালিকানা পেল বিশ্ববিদ্যালয়

কোচবিহার, ১৬ এপ্রিল ঃ তৈরি হওয়ার প্রায় ৬ বছর পর কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জমির মালিকানা হাতে পেল। বিবেকানন্দ স্ট্রিটে ২০ একর জমির উপর তৈরি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। কৃষিবীজ খামারের ওই জমি এতদিন ছিল জেলা কৃষি দপ্তরের অধীনে। সরকারি নিয়মকানুনের জেরে এতদিন ওই জমি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে রেজিস্ট্রি করা যায়নি। অবশেষে সোমবার এই কাজ সম্পন্ন হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবদুল কাদের সাফেলি বলেন, 'সরকারি কিছু নিয়মকানুনের জন্য জমির রেজিস্ট্রেশনের কাজে কিছুটা দেরি হয়েছে। আজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এই জমির মালিক হল। আইনগত দিক থেকে আর কোনো সমস্যা রইল না।'

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি

কোচবিহার, ১৬ এপ্রিল ঃ এসইউসিআই (সি)-র পক্ষ থেকে জেলাজুড়ে লাগামহীন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হল। সোমবার সংগঠনের নেতা শিশির সরকার বলেন, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় থেকে শাসকদলের সন্ত্রাস শুরু হয়েছে। আমাদের দলের কর্মীদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে। আমাদের কর্মী-সমর্থকদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর করা হচ্ছে। জেলাজুড়ে সন্ত্রাসের পরিবেশ রয়েছে। অভিযোগ জানালেও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। তাই সন্ত্রাস বন্ধ করতে জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চেয়ে জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে এদিন। জেলাশাসকের দপ্তরের তরফে স্মারকলিপির প্রাপ্তিস্বীকার করা হয়েছে।

মরণোত্তর চক্ষুদান

দিনহাটা, ১৬ এপ্রিল ঃ মরণোত্তর চক্ষুদান করে নজির গড়লেন দিনহাটা শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের সাহেবগঞ্জ রোডের বাসিন্দা জয়চান্দ লাল মাহেশ্বরী (৮৪)। এদিন জয়চান্দের ভাইপো ললিত ঝানওয়ার জানান, সকাল ৯টা নাগাদ জয়চান্দবাবু শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী চক্ষুদানের জন্য আলিপুরদুয়ার লায়ন্স ক্লাবকে খবর দেওয়া হয়। সকাল ১১টায় ওই সংগঠনের সদস্যরা এসে চক্ষু সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। দিনহাটা হাসপাতালের চিকিৎসক উজ্জ্বল আচার্য জানান, এরকম কাজ সমাজে দৃষ্টান্ত তৈরি করে।

ক্লাবের ৬৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস

কোচবিহার, ১৬ এপ্রিল ঃ কোচবিহার মৈত্রী সংঘের ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করলেন ক্লাবের কর্মকর্তারা। সোমবার ক্লাব প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি কেকও কাটা হয়। এলাকার বাসিন্দাদের মিষ্টিমুখ করানো হয়েছে। ক্লাবের তরফে সুকুমার নাগ জানান, সারা বছরই সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কর্মসূচি করা হয়।

শ্মশানঘাট সংস্কারে উদ্যোগী হল তুফানগঞ্জ পুরসভা

তুফানগঞ্জ, ১৬ এপ্রিল ঃ রায়ডাক নদীর চরের শ্মশানঘাট পরিদর্শন করলেন তুফানগঞ্জ পুরসভার পুরপ্রধান অনন্তকুমার বর্মা। সোমবার সকালে তিনি তুফানগঞ্জ শহরের শ্মশানঘাটটির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। পরিদর্শন শেষে অনন্তবাবু জানান, পুর দপ্তরের প্রায় আট লক্ষ টাকায় তুফানগঞ্জ শ্মশানঘাটে একটি সীমানা প্রাচীর তৈরি করা হবে। শ্মশানে ঢোকার পথে একটি সুদৃশ্য গেটও তৈরি হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। অনন্তবাবু বলেন, এ জন্য ইতিমধ্যেই টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। খুব শীঘ্রই নির্মাণকাজ শুরু হবে।' জানা গিয়েছে, সীমানা প্রাচীর ও গেট নির্মাণের কাজ শেষ হলে শ্মশানবন্ধুদের বসার জন্য শ্মশানঘাটে কয়েকটি সিমেন্টের বেঞ্চ নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও শ্মশানঘাটের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু গাছ লাগানো হবে।

শ্মশানঘাটে সীমানা প্রাচীর ও গেট নির্মাণের উদ্যোগে খুশি অনেকেই। চন্দ্রকুমার বর্মন নামে জনৈক ব্যক্তি বলেন, ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের দক্ষিণ দিকে শ্মশানঘাটে বাউন্ডারি ওয়াল না থাকায় শবদাহের সময় দৃশ্যদূষণ হত। বাউন্ডারি ওয়াল করা হলে দৃশ্যদূষণ বন্ধ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

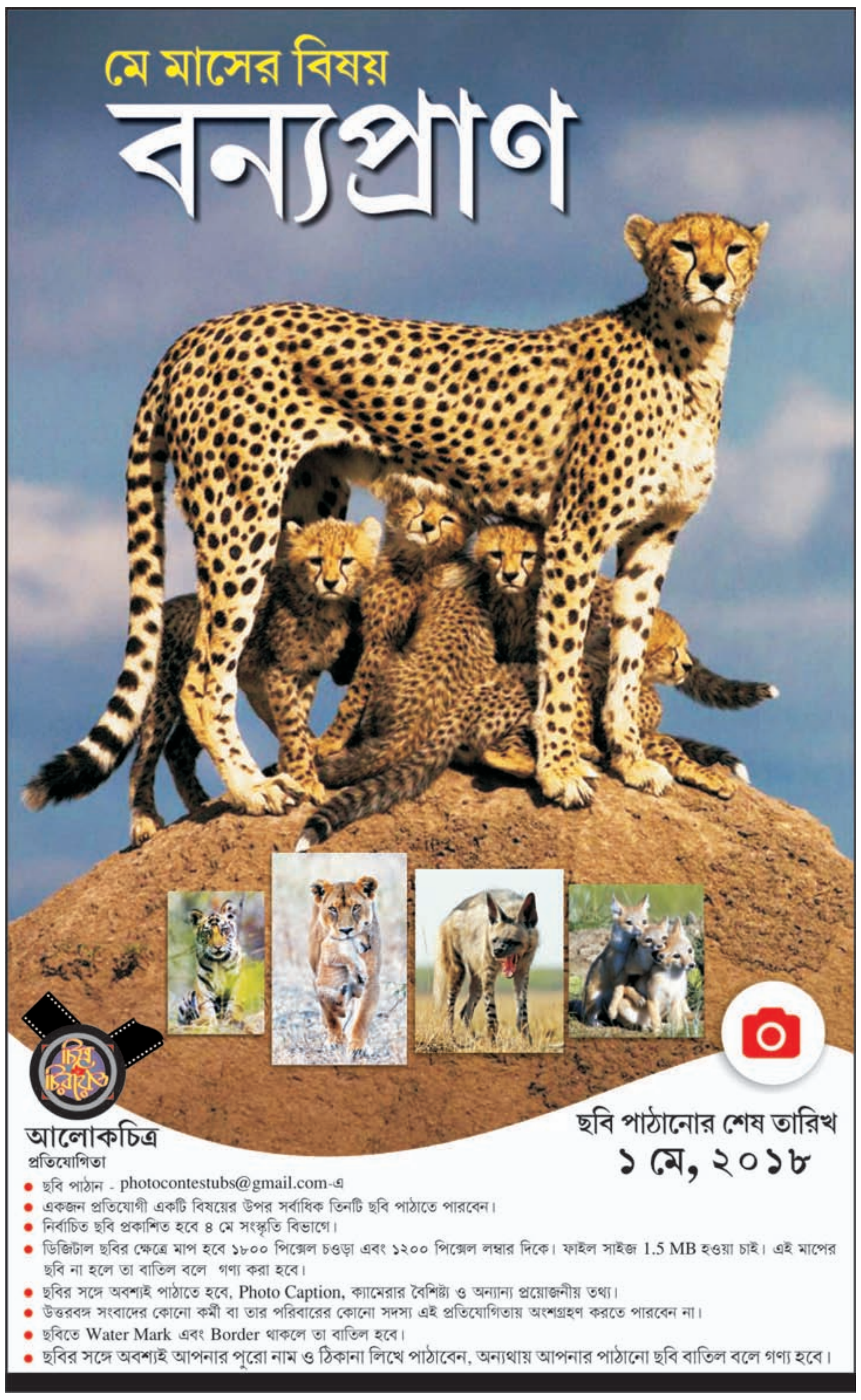

রেল প্রদর্শনী

কোচবিহার, ১৬ এপ্রিল ঃ সোমবার থেকে কোচবিহার রেল মিউজিয়ামে শুরু হল দুদিনের এক প্রদর্শনী। রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম চন্দ্রভীর রমণ প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন। গত এক বছরে রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে তা তুলে ধরা হয়েছে ওই প্রদর্শনীতে। ডিভিশনের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন খণ্ডচিত্রের মাধ্যমে।

কোচবিহার রেলস্টেশনের সামনেই রয়েছে রেল মিউজিয়ামটি। মিউজিয়ামটিকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে শুরু হয়েছে ওই প্রদর্শনী। ১৬ ও ১৭ এপ্রিল এই দুদিন সর্বসাধারণের জন্য প্রদর্শনীর পাশাপাশি রেল মিউজিয়ামটিও ঘুরে দেখার ব্যবস্থা করেছে রেল। সেজন্য কোনো টিকিট লাগবে না। প্রদর্শনীর মধ্যে আছে গত এক বছরে রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে রেলযাত্রীদের জন্য কী কী সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, নিরাপত্তার কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ইত্যাদি। বিভিন্ন পোস্টারের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে বিষয়গুলি। ডিআরএম চন্দ্রভীর রমণ বলেন, 'সম্প্রতি মালিগাঁওতে রেলের ৬৩তম বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে আলিপুরদুয়ার ডিভিশন ৬টি পুরস্কার পেয়েছে। সেই পুরস্কারগুলোকে সামনে রেখে এই আয়োজন। পাশাপাশি গত এক বছরে আমাদের ডিভিশনের কাজ তুলে ধরে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।' এদিকে ডুয়ার্সের রেলপথে হাতিমৃত্যু বা দুর্ঘটনা এড়াতে শীঘ্রই ফেন্সিং দেওয়ার কাজ শুরু হবে বলে ডিআরএম এদিন জানান। রেল ও বন দপ্তর সেজন্য যৌথভাবে সার্ভেও করেছে। জলঢাকা ও মূর্তি এলাকায় ওভারপাস তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে ডিআরএম জানিয়েছেন এদিন।

স্বচ্ছ রাজবাড়ি

কোচবিহার, ১৬ এপ্রিল ঃ সোমবার কোচবিহার রাজবাড়িতে স্বচ্ছ ভারত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। রাজবাড়ির দরবার হলের সামনে এদিন সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন প্রধান অতিথি ধর্মনারায়ণ বর্মা। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে স্বচ্ছতা এবং 'স্বচ্ছ পাখওয়ারা' (স্বচ্ছতা পক্ষ) বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট (আর্কিয়োলজি) প্রতাপ নায়েক, অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধক ধর্মনারায়ণ বর্মা প্রমুখ। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের সিনিয়র কনজারভেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট (রাজবাড়ি) পঙ্কজকুমার দাস বলেন, বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়া, এনসিসি ক্যাডেট সহ রাজবাড়িতে কর্মরত কর্মীরা এদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। স্বচ্ছতা অভিযান চলবে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত।

একঘেয়ে চাকরি ?
নাকি কাজের মধ্যে অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ?
আমরা আপনাকে সুযোগ দেব সত্যিকে কাছ থেকে দেখার।
কোথায় কী হচ্ছে জানতে পারবেন সবার আগে।
পৌঁছে যেতে পারবেন খবরের একদম গভীরে।
আছে আপনার মধ্যে সেই
আত্মবিশ্বাস
সাংবাদিক খুঁজছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আমরা চাইছি ঃ
সাবলীল বাংলা লেখার দক্ষতা। পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি। কম্পিউটার সহ ফোটোগ্রাফির জ্ঞান। এই পেশায় অভিজ্ঞতা এবং নিজের বাইক থাকলে ভালো, না থাকলেও ক্ষতি নেই।
প্রার্থীদের অবশ্যই হতে হবে কোচবিহার শহরের বাসিন্দা

আবেদন করার সময় খেয়াল রাখুন
বাংলা বা ইংরেজিতে নিজের হাতে লেখা আবেদনপত্র পাঠাবেন। কোন পদের জন্য আবেদন করছেন এবং কেন নিজেকে তার যোগ্য মনে করছেন তা উল্লেখ করবেন। সঙ্গে দিন এক কপি রঙিন ছবি, সাম্প্রতিক বায়োডাটা, যেখানে জন্মতারিখ, স্থায়ী এবং বর্তমান ঠিকানা, যোগাযোগের ফোন নম্বর, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক প্রতিটি পর্যায়ে কত শতাংশ নম্বর পেয়েছেন তার পরিষ্কার উল্লেখ করবেন।

আবেদনপত্র পাঠান এই ঠিকানায়—
সম্পাদক, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০১
ই-মেল —career.ubs2016@gmail.com

আবেদনের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল, ২০১৮